দৈনিক বাংলা

C58

তারিখ ...21 AUG 1988...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ...2...

এরশাদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে শিশু শ্রমিকদের জন্য স্কুল

দৈনিক বাংলা

শিশু শ্রমিকদের শিক্ষাদানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার পাগলা শিল্পাঞ্চলে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হচ্ছে। সেখানকার কলকারখানায় ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের ইটখোলাগুলোয় যেসব শিশু শ্রমিক কাজ করে তারা এ বিদ্যালয়ে পড়বে।

বাসস এ খবরে বলা হয়: ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে যারা জীবিকার্জন করে শুধু তাদেরই এ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে যাতে শিক্ষা অর্জন করে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে শিশু শ্রমিকদের শিক্ষাদানের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে এরকম দশটি বিদ্যালয় নির্মিত হবে।

এ বছর জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট এরশাদ দোলাইখালের ক্ষুদ্র য়তন শিল্প এলাকা পরিদর্শনে যান সেসময় শিশু শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্ট দেখে বিচলিত হন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তিনি এসব দুঃস্থ শিশুদের জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেন, যাতে তারা তাঁদের দিনের কাজ সেরে স্কুলে যেতে পারে।

তিনি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের ইটখোলাগুলোয় যারা ব্রিক চিপ বানায় সেই সব শিশু শ্রমিকদের দুর্দশা দেখেও ব্যথিত হন।

প্রেসিডেন্ট এসব দুঃস্থ ছেলে-মেয়ের নিয়োগ কর্তাদেরও বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের মজুরী বৃদ্ধির জন্যে রাজী করতে সক্ষম হন। সেই সঙ্গে বর্ধিত অর্থ তাদের প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা ভাবে সেভিংস একাউন্টে জমা রাখার বন্দোবস্তও করেন। অধিকার ট্রাস্ট নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে তিনি এই কর্মজীবী ছেলেমেয়েদের হিসাব দেখা শুনা করার বন্দোবস্তও করেন। একাউন্টে যে টাকা জমা হবে ত ঐসব বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সমাপ্তির পর দেয়া হবে। যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে এই অর্থের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

ইতিমধ্যে সমাজের সচ্ছল শ্রেণী এই হতভাগ্য শিশুদের জন্যে বিদ্যালয় নির্মাণে মুক্ত হস্তে দান করতে এগিয়ে আসছেন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শিল্পপতিরা পাগলায় বিদ্যালয়টি নির্মাণের জন্যে বারো লাখ দশ হাজার টাকা দান করেছেন।